রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ৮, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়

বেতার-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ মাঘ ১৪১৬/০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০

নং তম/বেতার-২/০৪/২০০৭/৮২—বেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সহজলভ্য গণযোগাযোগ মাধ্যম। সাধারণ মানুষের মধ্যে এর ব্যাপক চাহিদা ও ব্যাপ্তি রয়েছে। খুব সহজেই এ মাধ্যমের সাহায্যে দেশের প্রান্তিক জনসাধারণের কাজে জরুরী খবর, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সংবাদ এবং বিনোদন পৌঁছে দেয়া সম্ভব। বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের পক্ষে জনমত তৈরী, শিক্ষার প্রসার ঘটানো, শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া অতি সহজসাধ্য। এ সকল দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ বেতার ছাড়াও বর্তমানে বেসরকারি মালিকানাধীন ৪টি এফ. এম. বেতারকেন্দ্র অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। তদুপরি শ্রোতাদের চাহিদা মেটাতে তথ্য ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান অধিকহারে এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্প্রচারের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য আরও বেসরকারি বেতারকেন্দ্র স্থাপন প্রয়োজন। একই সাথে জনস্বার্থে এ সকল বেসরকারি বেতারকেন্দ্রের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং গুণগত মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ সকল উদ্দেশ্যে বেসরকারি খাতে মানসম্মত বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক "বেসরকারি মালিকানায় বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১০" প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। উক্ত নীতিমালাটি জনস্বার্থে জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

বেসরকারি মালিকানাধীন এফ. এম. বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা

নীতিমালা-২০১০

বর্তমান বিশ্বে বেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী গণযোগাযোগ মাধ্যম। বেতারের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা, শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত তথ্য দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গ অর্থাৎ মিডিয়াম ওয়েভ, শর্ট ওয়েভ ও এফ.এম ব্যান্ডের মাধ্যমে অনুষ্ঠান এবং সংবাদ প্রচার করে আসছে। তদুপরি শ্রোতাদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান অধিকহারে এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্প্রচারের সুযোগ বৃদ্ধি প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে বেসরকারি খাতে বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা হলে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। উল্লেখ্য বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে ৪টি এফ.এম বেতারকেন্দ্র অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে আসছে।

১। (ক) এই নীতিমালা "বেসরকারি মালিকানাধীন এফ.এম. বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১০" নামে অভিহিত হবে ;

(খ) জারির তারিখ থেকে এই নীতিমালা কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

২। **বেসরকারি বেতারকেন্দ্র স্থাপনের আবেদন আহ্বান ঃ**

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক সুরক্ষা, প্রশিক্ষণ, গণসচেতনতা ও বিনোদনের পরিসর বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে বেসরকারি মালিকানায় বেতারকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে তথ্য মন্ত্রণালয় দরখাস্ত আহবান করবে।

৩। **মালিকানা সংক্রান্ত নীতি ঃ**

(ক) বেসরকারি বেতারকেন্দ্র স্থাপনের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিকে বাংলাদেশের নাগরিক এবং কোম্পানিকে বাংলাদেশের কোম্পানি হতে হবে। বেতার কেন্দ্রের মালিকানা সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা যাবে না;

(খ) বেতারকেন্দ্রের মালিকগণ বেতার গ্রাহকযন্ত্র ব্যবহারের জন্য কোন লাইসেন্স ফি ধার্য অথবা আদায়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন না;

(গ) বেতারকেন্দ্র মালিকগণও বেসরকারি মালিকানাধীন অপরাপর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মতো প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সরকারকে আয়কর পরিশোধ করবেন।

৪। **লাইসেন্স আবেদনের নিয়মাবলি এবং নির্বাচন পদ্ধতি ঃ**

(ক) এই নীতিমালার অধীনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান বেসরকারি বেতারকেন্দ্র স্থাপন কিংবা পরিচালনা করতে পারবে না;

(খ) আগ্রহী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে কেবলমাত্র ১(এক)টি বেসরকারি এফ.এম বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে;

(গ) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৫,০০০/=(পাঁচ হাজার) টাকার অফেরতযোগ্য ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার-এ জমা দিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে;

(ঘ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে আবেদনের সাথে ফেরতযোগ্য আর্নেস্টমানি বাবদ সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় বরাবরে ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার প্রদান করতে হবে;

(ঙ) বিটিআরসি'র নিয়মানুযায়ী বেতার স্টেশনের চার্জ/ফি পরিশোধপূর্বক রেডিও স্টেশন ও ইকুইপমেন্ট লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে;

(চ) আবেদনপত্রের সঙ্গে বেতারকেন্দ্র স্হাপন-এর জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাব জমা দিতে হবে;

(ছ) আবেদনে বেসরকারি বেতারকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে;

(জ) কোন বেসরকারি বেতারকেন্দ্রের মালিক/পরিচালক একাধিক বেতারকেন্দ্রের মালিক/পরিচালক হতে পারবেন না;

(ঝ) সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ/বিল/কর খেলাপী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং ফৌজদারী অপরাধ বা নৈতিক স্খলনজনিত কারণে দণ্ডিত কোন ব্যক্তি বা কোম্পানি আবেদন করতে পারবে না;

(ঞ) লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে সরকার কর্তৃক বিবেচিত আবেদনসমূহ নিরাপত্তা ছাড়পত্রের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। অনুকূল নিরাপত্তা ছাড়পত্র না পাওয়া গেলে লাইসেন্স প্রদানের জন্য কোন আবেদনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;

(ট) সরকার কর্তৃক নির্বাচিত আবেদনকারীদের অনুকূলে লাইসেন্স প্রদানের পর বিটিআরসি প্রয়োজনীয় ফ্রিকোয়েন্সী বরাদ্দ করবে।

৫। **লাইসেন্স ফি ঃ**

লাইসেন্স গ্রহণকালে আবেদনকারী এককালীন ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা তথ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করে মূল কপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।

৬। **লাইসেন্স নবায়ন ঃ**

(ক) প্রতি অর্থ বছরে সংশ্লিষ্ট খাতে ১(এক) লক্ষ টাকা ফি প্রদান করে লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে। সরকার প্রয়োজনে লাইসেন্স ফি পুনঃ নির্ধারণ করতে পারবে;

(খ) বিটিআরসি'র নিয়মানুযায়ী বেতার স্টেশনের বাৎসরিক চার্জ/ফি পরিশোধপূর্বক রেডিও স্টেশন ও ইকুইপমেন্ট লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে;

(গ) লাইসেন্স-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে এবং বিশেষ কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নবায়ন করতে ব্যর্থ হলে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা সারচার্জ জমা দিয়ে উক্ত বছরের ৩০শে সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে।

৭। **জামানত ঃ**

লাইসেন্স গ্রহণকালে অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূর্বে প্রদত্ত আর্নেস্টমানি বাবদ ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা পরবর্তীতে জামানত হিসেবে গণ্য হবে।

৮। **লাইসেন্স হস্তান্তরের বিধি নিষেধ ঃ**

সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন লাইসেন্স বা এর উপর অর্জিত স্বত্ব বা শেয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে হস্তান্তর করা যাবে না।

৯। **লাইসেন্স স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ ঃ**

সরকার নিম্নোক্ত এক বা একাধিক কারণে লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করতে পারবে ঃ

(ক) লাইসেন্স/চুক্তি সংক্রান্ত সরকারের কোন পাওনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে;

(খ) বিটিআরসি'র তরঙ্গ বরাদ্দপত্রের যেকোন শর্ত ভঙ্গ করলে;

(গ) এই নীতিমালার কোন শর্ত/শর্তাবলি ভঙ্গ করলে; এবং

(ঘ) সরকারের অন্য যে কোন নির্দেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে।

১০। **পেশাগত ও কারিগরি মান ঃ**

(ক) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে পেশাগত ও কারিগরি মানসম্মত অনুষ্ঠান পরিচালনায় সক্ষম হতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে যাতে অনুষ্ঠানের মান সমুন্নত থাকে সেজন্য একাধিক প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি মালিকানায় বেতার চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতি দেয়া যেতে পারে;

(খ) শর্ত থাকে যে বেতার কর্তৃক সম্প্রচারের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে International Telecommunication Union (ITU) ও বিটিআরসি আরোপিত সকল টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড, শর্ত ও নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা মেনে চলতে হবে;

(গ) ব্রডকাস্টিং নীতিমালা, শর্তসমূহ, ফ্রিকোয়েন্সি, আন্তর্জাতিক রীতিনীতিসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের বা সরকার কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা বা বোর্ড-এর প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে বা সম্মতিক্রমে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন/বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত বা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত অবশ্যই মেনে চলতে হবে;

(ঘ) উক্ত রীতিনীতি, নিয়ম-পদ্ধতি এবং শর্তসমূহ এর প্রয়োগ বা প্রতিপালনের বিষয় সরকারের আদেশ-নির্দেশ অবশ্যই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

(ঙ) বাংলাদেশ বেতার বা অন্য কোন অনুমোদিত বেতার সম্প্রচার মাধ্যমের সাথে Frequency Interference, Frequency deviation করাসহ Power output এর বিচ্যুতি করা যাবে না। কোন বিচ্যুতি হলে সেই সম্পর্কে সরকারি সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

(চ) সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিত কোন বেসরকারি বেতারকেন্দ্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন ধরনের সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না;

(ছ) বেতারকেন্দ্র স্থাপনায় পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি করা যাবে না;

(জ) সরকার কর্তৃক গঠিত "কারিগরি উপ-কমিটি" আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পেশাগত ও কারিগরি মান নির্ধারণ করবে।

১১। **বেসরকারি মালিকানায় বেতারকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন ঃ**

(ক) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে বা নীতিমালায় গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ যে কোন বেসরকারি মালিকানায় বেতারকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি পরিবীক্ষণ এবং পরিদর্শন করতে পারবে এবং এই কার্যক্রমে বেসরকারি বেতার কর্তৃপক্ষ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে। পরিদর্শনকালে কোন অনিয়ম পাওয়া গেলে পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

(খ) বেতারকেন্দ্রের অধিবেশন লগ, রেকর্ড ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত যে কোন কমিটিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করবে।

১২। **সম্প্রচার যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত ঃ**

(ক) বেসরকারি মালিকানায় বেতারকেন্দ্র চালু করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট "কারিগরি উপ-কমিটি" এবং "জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি"র সিদ্ধান্তক্রমে মাধ্যমে ১(এক) টি সর্বোচ্চ ১০(দশ) কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটার ও সর্বোচ্চ ৬(ছয়) ডিবি গেইনের এন্টিনার সমন্বয়ে সর্বোচ্চ ১৬(ষোল) ডিবি বা ৪০(চল্লিশ) কিলোওয়াট ইফেকটিভ রেডিয়েটেড পাওয়ার (ইআরপি) এর এফ.এম বেতারকেন্দ্র চালু করা যাবে। এফ.এম বেতারকেন্দ্র চালু হওয়ার ১(এক) বছর পর দক্ষতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে "মনিটরিং কমিটি" এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন "জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি"র বিবেচনার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। মূল্যায়নে সংবাদ, আর্থ-সামাজিক ও বিনোদনের অনুষ্ঠানের মান ও পরিমাণের (প্রচার স্থিতি) বিষয়টিও বিবেচনায় আসবে। "জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি"র সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার সন্তোষজনক মনে করলে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আবেদনের প্রেক্ষিতে নতুন কেন্দ্র/ট্রান্সমিটার স্থাপনের অনুমতি প্রদান বিবেচনা করবে।

(খ) একই স্থানে বা একই কভারেজের মধ্যে একই প্রতিষ্ঠানকে একাধিক স্টেশন/চ্যানেল স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে না;

(গ) বেতারকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রেডিও যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য বিটিআরসি হতে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত শর্তাবলি ছাড়াও নতুন কোন শর্ত যুক্ত করার এবং পূর্ব শর্তসমূহ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

১৩। **সম্প্রচার সংক্রান্ত শর্তাবলি ঃ**

(ক) সম্প্রচারিত বিষয়সমূহের রেকর্ড (কনটেন্ট) ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে;

(খ) তথ্য মন্ত্রণালয় বা সরকারের কোন এজেন্সি কর্তৃক চাহিত বা অধিযাচিত তথ্যাবলি লাইসেন্স গ্রহীতাকে নিজ খরচে তার ট্রান্সমিটারে প্রচারিত অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু (কনটেন্ট) অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে এবং মনিটর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে বিটিআরসি'র অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিজ্ঞাপন নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(ঙ) বেসরকারি মালিকানাধীন সংস্থা নিজস্ব ব্যবস্থাধীন প্রচার সময় (time slot) বিক্রয় করে বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। তবে অনুমতিপ্রাপ্ত সংস্থা অন্য কোন সংস্থার নিকট প্রচার সময় বিক্রয় করলে অনুমতিপ্রাপ্ত সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সমগ্র নীতিমালা অন্য সংস্থার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। তবে কোন বিদেশী সম্প্রচার সংস্থার নিকট সরাসরি বা তাদের দেশী/বিদেশী এজেন্সীর মাধ্যমে প্রচার সময় (time slot) বিক্রয় করা যাবে না।

(চ) বিজ্ঞাপন প্রচার সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানসহ প্রতিদিনের মোট প্রচার সময়ের ২০% এর বেশী হবে না ।

১৪। **সংবাদ/অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচারের শর্তাবলি ঃ**

(১) বেসরকারি মালিকানায় বেতারকেন্দ্র দেশী-বিদেশী ধারণকৃত শুধুমাত্র বিনোদনমূলক ও প্রামাণ্য অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারবে। তবে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেতার সেন্সর নীতিমালা সম্পূর্ণভাবে অনুসৃত হবে। কোন অবস্থাতেই বিদেশী বেতারের সংবাদ, সংবাদ পর্যালোচনা, টক-শো; আলোচনা, সম্পাদকীয় এবং সমসাময়িক ঘটনাবলি নিয়ে অনুষ্ঠান ও মন্তব্য সরাসরি সম্প্রচার বা ধারণকৃত অনুষ্ঠান প্রচার করা যাবে না।

(২) সংবাদ প্রচারের জন্য বেসরকারি মালিকানাধীন কেন্দ্র নিজস্ব প্রক্রিয়ায় স্ক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে পারবে। স্থানীয় সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালার প্রতিফলন থাকবে। প্রতিটি কেন্দ্রকে বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক প্রতিদিন প্রচারিত নির্ধারিত দুটি জাতীয় সংবাদ বিনামূল্যে প্রচার করতে হবে।

(৩) মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ, একযোগে বিনামূল্যে সম্প্রচার করতে হবে। সরকার ঘোষিত বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবসের সংবাদ/অনুষ্ঠানাদি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করতে হবে। দেশের জরুরি জাতীয় প্রয়োজনে বা জনস্বার্থে প্রচারের জন্য সরকার যখন যে রকম নির্দেশ প্রদান করবে, তা যথাযথভাবে পালনপূর্বক প্রচার করতে হবে।

(৫) সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা প্রতিফলনসহ বিনামূল্যে সরকারি প্রেস নোট, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৬) **নিম্নলিখিত সংবাদ/অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচার করা যাবে না ঃ**

(ক) দেশের অখণ্ডতা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা, ভাষা-সংস্কৃতি, জনস্বাস্থ্য হানিকর এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শের পরিপন্থী কোন সংবাদ/অনুষ্ঠান;

(খ) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং রাষ্ট্রীয় নীতির পরিপন্থী কোন সংবাদ/অনুষ্ঠান;

(গ) হিংসাত্মক, সন্ত্রাস, বিদ্বেষ ও অপরাধ সম্বলিত কোন সংবাদ/অনুষ্ঠান;

(ঘ) দেশের কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে এমন কোন অনুষ্ঠান, যা কোন ধর্ম, জাতি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সম্পর্কে মানহানিকর মন্তব্য প্রচার করে এবং যা সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহিত করে, নারী-পুরুষ বৈষম্যকরণ ও শারীরিক অক্ষমতার ভিত্তিতে ঘৃণা বা মানহানি ঘটাতে পারে এমন সংবাদ বা অনুষ্ঠান;

(ঙ) অশালীন বা আক্রমণাত্মক কোন রসিকতা/গান/বিজ্ঞাপন/সংবাদ বা সাবটাইটেল সম্বলিত কোন অনুষ্ঠান, যা জনগণের নৈতিকতাকে কলুষিত, দুর্নীতিগ্রস্ত বা আহত করতে পারে এমন কোন অনুষ্ঠান;

(চ) মানহানিকর উপাদান বা জ্ঞাতসারে মিথ্যা বিষয়াদি রয়েছে এমন সংবাদ/অনুষ্ঠান;

(ছ) আদালত অবমাননার কোনো বিষয় রয়েছে এমন কোনো সংবাদ/অনুষ্ঠান;

(জ) বিচার বিভাগ/বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী/বেসামরিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক উপাদান রয়েছে এমন কোনো সংবাদ/অনুষ্ঠান;

(ঝ) মৌলিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও সদাচরণ পরিপন্থী উপাদান রয়েছে এমন কোনো সংবাদ/ অনুষ্ঠান;

(ঞ) বাংলাদেশ দণ্ডবিধির অধীনে আমলযোগ্য কোনো অপরাধে উৎসাহ প্রদান, সাহায্য বা সহায়তা করে এমন কোনো সংবাদ/অনুষ্ঠান;

(ট) বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের বিষয়ে ক্ষতিকর কিছু রয়েছে এমন কোনো সংবাদ/অনুষ্ঠান;

(ঠ) উচ্ছৃঙ্খলতা, ধ্বংসযজ্ঞ, শিশু-কিশোর অপরাধ বা অপসংস্কৃতিকে আকর্ষণীয় ও উৎসাহিত করতে পারে বা শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বিকাশে ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন কোনো অনুষ্ঠান যাতে শিশুদের জন্য তৈরী অনুষ্ঠানগুলিতে আপত্তিকর ভাষা বা তাদের পিতা-মাতা বা মুরব্বীদের প্রতি অশ্রদ্ধাজনক কিছু রয়েছে এমন সংবাদ/অনুষ্ঠান;

(ড) তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন করে এমন কোনো সংবাদ/অনুষ্ঠান;

(ঢ) অন্য কোন আইন দ্বারা বারিত বা অসেন্সরকৃত কোন অশ্লীল অনুষ্ঠান এবং

(ণ) পরিবার ও বৈবাহিক সম্প্রীতির পবিত্রতার বিরুদ্ধে কোনো কিছু রয়েছে এমন কোনো সংবাদ/অনুষ্ঠান।

১৫। **সম্প্রচার কার্যক্রম শুরুর সময়সীমা ঃ**

লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সপ্রাপ্তির ১(এক) বছরের মধ্যে সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করতে হবে। অন্যথায় লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যুক্তিসঙ্গত মনে করলে এ সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।

১৬। **বার্ষিক ফি ঃ**

লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেসরকারি বেতারকেন্দ্রে প্রচারিত বিজ্ঞাপন বাবদ প্রাপ্ত মোট অর্থের শতকরা ২ ভাগ সরকারি কোষাগারের সংশ্লিষ্ট খাতে চালানের মাধ্যমে প্রতি অর্থ বছর শেষ হওয়ার ৪ (চার) মাসের মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে।

১৭। **কেন্দ্র বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত নিয়মাবলি ঃ**

"মনিটরিং কমিটি" কর্তৃক সম্প্রচার কার্যক্রমের সন্তোষজনক প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানগুলি ১(এক) বছর পরে অতিরিক্ত কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আবেদন করতে পারবে। কোন প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত হিসাবে ৯টির বেশী কেন্দ্র স্থাপন করতে পারবে না।

১৮। **জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি ঃ**

জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি (National Regulatory Committee) গঠন ঃ

বেসরকারি মালিকানাধীন বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনায় নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি "জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি (National Regulatory Committee)" থাকবে। এ কমিটির গঠন প্রকৃতি নিম্নরূপ হবে ঃ

(১)	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	-	সভাপতি
(২)	যুগ্ম-সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	-	সদস্য
(৩)	যুগ্ম-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	-	সদস্য
(৪)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ, ঢাকা।	-	সদস্য
(৫)	সরকার মনোনীত বিশিষ্ট নাগরিক।	-	সদস্য
(৬)	সরকার মনোনীত বিশিষ্ট নাগরিক।		সদস্য
(৭)	সরকার মনোনীত বেসরকারি রেডিও'র একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৮)	বিটিআরসি'র একজন প্রতিনিধি (পরিচালক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের)	-	সদস্য
(৯)	যুগ্ম-সচিব (সম্প্রচার), তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।	-	সদস্য-সচিব

২। **কমিটির কর্ম-পরিধি ঃ**

এই কমিটির কর্ম-পরিধি নিম্নরূপ হবে ঃ

(ক) বেসরকারি মালিকানাধীন বেতার চ্যানেল স্থাপনের লক্ষ্যে "কারিগরি উপ-কমিটি" কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রতিষ্ঠানের তালিকা চূড়ান্ত করে সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করা;

(খ) সম্প্রচার সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান পর্যালোচনা করা এবং বেসরকারি মালিকানাধীন বেতারকেন্দ্র পরিচালনায় সময়োপযোগী সংশোধনী সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা;

(গ) "কারিগরি উপ-কমিটি" এবং "মনিটরিং কমিটি"র রিপোর্ট পর্যালোচনা করে কার্যকর ব্যবস্থা করা;

(ঘ) বেসরকারি মালিকানাধীন বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৯। **মনিটরিং কমিটি ঃ**

বেসরকারি মালিকানায় বেতারকেন্দ্র মনিটরিং-এর লক্ষ্যে "মনিটরিং কমিটি" গঠন।

বেসরকারি মালিকানায় স্থাপিত বেতারকেন্দ্র "মনিটরিং কমিটি" থাকবে। এ কমিটির গঠন প্রকৃতি নিম্নরূপ হবে ঃ

(ক) মনিটরিং কমিটি ঃ

(১)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	-	সভাপতি
(২)	প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	-	সদস্য
(৩)	উপ-সচিব(বেতার), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা	-	সদস্য
(৪)	বিটিআরসি এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৫)	সিনিয়র প্রকৌশলী (গবেষণা) বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	-	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) বেসরকারি বেতারকেন্দ্রের সম্প্রচার কার্যক্রম পর্যালোচনা করে সরকারের নিকট প্রতিবেদন প্রদান;

(খ) বেসরকারি বেতারকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালা এবং চুক্তিপত্রে বর্ণিত শর্তাদি যথাযথ প্রতিপালন হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন প্রদান;

(গ) সম্প্রচার কার্যক্রমে কোন অনিয়ম কিংবা কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে এ ব্যাপারে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ঘ) কমিটি কর্তৃক প্রতি মাসে একবার সভা আহবান করা এবং কার্যবিবরণী সরকারের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা;

(ঙ) বিদ্যমান নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনী বিষয়ে সুপারিশ করা।

২০। **কারিগরি উপ-কমিটি ঃ**

"জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি (National Regulatory Committee)" এর নিয়ন্ত্রণাধীন "কারিগরি উপ-কমিটি" গঠন।

বেসরকারি মালিকানাধীন বেতার কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত "জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি (National Regulatory Committee)" এর নিয়ন্ত্রণাধীন নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি "কারিগরি-উপ-কমিটি" থাকবে। এ কমিটির গঠন প্রকৃতি নিম্নরূপ হবে ঃ

(১)	প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।	-	আহবায়ক
(২)	বাংলাদেশ টেলিভিশনের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৩)	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর একজন প্রতিনিধি (সহকারী অধ্যাপক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের)	-	সদস্য
(৪)	বিটিআরসি এর একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৫)	সিনিয়র প্রকৌশলী, গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	-	সদস্য-সচিব

২। **কমিটির কর্ম-পরিধি ঃ**

এই উপ-কমিটির কর্ম-পরিধি নিম্নরূপ হবে ঃ

(ক) বেসরকারি মালিকানাধীন বেতারকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ন্যূনতম পেশাগত ও কারিগরি মান নিরূপণ করা;

(খ) প্রাপ্ত আবেদন বা প্রস্তাবনাসমূহের সামগ্রিক পেশাগত ও কারিগরি বিষয়গুলো পরীক্ষা করে মেধা অনুযায়ী ক্রমানুসারে বিন্যাস করে তালিকা প্রণয়ন এবং "জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি"র বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা;

(গ) প্রয়োজনে যে কোন বেসরকারি বেতারকেন্দ্র পরিদর্শন করে কারিগরি দিকগুলো ঠিকমত প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা;

(ঘ) প্রয়োজনে "মনিটরিং কমিটি"কে সহায়তা করা।

২১। **আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ঃ**

ক) বেসরকারি বেতারকেন্দ্র বাতিল করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে;

খ) উপ-ধারা(ক) এর অধীন লাইসেন্সধারীর কোন বক্তব্য থাকলে তা বিবেচনা করে সরকার জরিমানা/জামানত বাজেয়াপ্তকরণ অথবা যথাযথ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত লাইসেন্স স্থগিত রাখার নির্দেশ দিতে পারবে এবং

গ) কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করার পর্যায়ে সরকার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ সমীচীন বিবেচনা করলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রচারকেন্দ্রের প্রচার বন্ধ বা স্থগিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত কেন্দ্রের যে কোন বা সকল যন্ত্রপাতি জব্দ করার আদেশ দিতে পারবে।

২২। **রহিতকরণ ও হেফাজত ঃ**

(ক) এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে এর পূর্বে জারিকৃত "বেসরকারি মালিকানায় বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা" বাতিল বলে গণ্য হবে;

(খ) উক্ত নীতিমালার আওতায় বেসরকারি মালিকানায় যে সকল বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সেগুলো এই নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে কোন প্রতিষ্ঠানের বা কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি কারিগরি স্পেসিফিকেশন এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ-১২ এ উল্লিখিত স্পেসিফিকেশন-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বা কেন্দ্রের চলমান যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন সর্বোচ্চ ৩(তিন) বছরের জন্য বজায় রাখতে পারবে। তবে ৩(তিন) বছর পর অবশ্যই এসব প্রতিষ্ঠানকে এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ-১২-এর উল্লিখিত স্পেসিফিকেশন মেনে চলতে হবে।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd